

বিভক্তির সাত কাহন-৮ ভজন সরকার

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা । এক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি তখন। বিভিন্ন জটিলতার কারণে নিজের কর্মস্থল ধান নদী খালের বরিশালে দাম্পত্য-জীবন শুরু করতে পারছি না । অথচ কতই না স্মৃতিবিজরিত বরিশাল । চোখ বন্ধ করলেই একে একে ভেসে উঠে কীর্তগখোলা-বিধৌত শান্তস্মিদ্ধ বরিশাল । প্রায় প্রত্যেক বিকেলেই মেডিক্যাল কলেজের পাশের খাদ্যদপ্তরের জেটি থেকে কীর্তগখোলায় নৌকা ভ্রমণ । বিকেলের ঘন কুঁয়াশা পাশের গ্রামগুলোকে আচ্ছন্ন করে নামিয়ে দেয় সন্ধ্যা । পাশ দিয়ে প্রচন্ড শব্দে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে যায় লঞ্চ । লঞ্চের তোলা চেউয়ে দুলে ওঠে ছোট্ট নৌকা । অধিকাংশ সময়েই আমরা দু'জন । কখনও কখনও আর একজন বাড়তি বন্ধু কিংবা বান্ধবী ।

হঠাৎ করেই প্রেমিকার এক বান্ধবীর আগমন । পড়ে ঢাকা মেডিক্যালে । বাসা বরিশালে । ধারালো-তীক্ষ্ণ মুখাবয়বের সাথে কাঁধ পর্যন্ত ঝাপিয়ে পরা চুল- মায়াবী অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনী - সত্যি কি যে অপূর্ব লাগছিলো ওকে প্রথম দর্শনেই । সুন্দর আবৃত্তির গলা-প্রচন্ড সাহিত্যনুরাগী- বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক অলি-গলিতে সমান বিচরন । দৃষ্টমি করে নাম দিলাম “ সুরঞ্জনা ” - সুরঞ্জনা , ওই খানে যেয়ো নাকো তুমি -- । অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল এ মেয়েটি কখন যে আমাদের একান্ত আপন জন থেকে পরিবারের একজন হয়ে এ উঠল জানি না ।

একদিন বরিশালের পাট চুকিয়ে ঢাকায় ডেরা বাঁধলাম । আমার স্ত্রীও তখন ডাক্তার হয়ে গেছেন । লালবাগের আমলি গোলার এক প্রায়- অন্ধকারাচ্ছন্ন আলো বাতাসহীন আক্ষরিক অর্থেই দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে শুরু হলো আমাদের সংসার । শত বছরের পুরানো বাড়ির বিশাল-উচ্চতার ছাদ ঘরের অর্ধেকাংশে । বাকি অংশের উচ্চতা মাথা সমান । আসলে এটি সিড়ির ঠিক নিচেই তৈরী করা ঘর । আজকাল যা জেনারেটর কিংবা পানির পাম্পের ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় । সুপ্রশস্ত দেয়ালের দেরাজ -যা মূলতঃ দেবদেবীর মূর্তি রাখার জায়গা হিসেবে বানানো হয়েছিলো , সেখানে স্থান হলো রবীন্দ্রসমগ্র, আরজ আলি মাতুব্বর আর আমাদের নানান রকমের বইয়ের সংগ্রহ । আমি তখন সমরেশ মজুমদারের “ কালবেলা ” -র অনিমেঘ আর স্ত্রী মাধবীলতা । জীবনের শত দুঃখ-বেদনা তখন আদর্শ-প্রেমের অহংকারে নিতান্তই তুচ্ছ আমাদের কাছে । শেষের কবিতার সবগুলো চরন মুখস্থ তখন , “ পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি- আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থি--- ।

প্রায় নিয়মিত অতিথি আমাদের “ সুরঞ্জনা ” । কবিতা আর সাহিত্যে সরগম আমাদের খুপড়ি ঘর । হঠাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রচন্ড শক্তিতে ভর করেছে আমাকে আক্ষরিক অর্থেই । তার সাথে যুক্ত হয়েছ সমরেশ মজুমদারের “ স্বর্গ ছেঁড়া চা বাগান ” । তা না হলে কেউ দার্জিলিং বাদ দিয়ে ডোয়ার্সের চা বাগানে মেটলির খোঁজে ঘুরে বেড়ায় নব বিবাহিতা বৌকে নিয়ে ? কিংবা বানার হাটের চা বাগানের বাংলোতে “ এ্যালুমিনিয়াম চাঁদ ” দেখবে বলে বসে থাকে মাঝ রাত অবধি জলপাই গুড়ির কন কনে শীতের রাতে ? তাই মাঝে মাঝে ভাবি ,কবিতার পেছনে ছোট্ট মানুষগুলোর কত ধরনের উদ্ভট আবদারই না মেটাতে হয় তাদের বৌদের ?

এর ই মধ্যে এক প্রচন্ড মানসিক বিপর্যয়ে ক্লান্ত আমাদের “ সুরঞ্জনা ” । প্রায় দশ বছরের পুরানো সম্পর্ক ভেঙে দিতে হয়েছে । নিজের পছন্দে তৈরি করা প্রেম । একই মূল্যবোধ আর একই আর্দশের পথিক না হলে জীবনের এত লম্বা পথ পাড়ি দেয়ার সাহস করতে নেই - তর্কের আডডায় ঝড় তুলতো ও । আর সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণও সেটাই । দু’পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের দিন ক্ষণ প্রায় ঠিক । জাত -ধর্মের কোন ব্যবধান নেই । হঠাৎ করে এক দিন প্রস্তাব আসলো ছেলেটির পক্ষ থেকে , বিয়ের পরে মাথায় সব সময় হেজাব পরতে হবে আর ইসলামি কায়দায় চলতে হবে বোরখা আর পর্দাপ্রথা মেনে । ও যুক্তি দেখালো প্রেমটা যেহেতু ইসলামি কায়দা ও শরিয়তের নিয়মে হয়ে ওঠে নি আর ইসলামী ছাত্র শিবিরের কারও সাথেও যেহেতু প্রেম করে নি-তাই বিয়ের পরেও ওটা মানা সম্ভব নয় । আর মেয়েকে বোরখা আর পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হলে ছেলেকেও চলতে হবে । দাঁড়ি -টুপি -আলখেল্লা - সুরমা আঁতর সবই নিয়মিত পরতে হবে । বলা বাহুল্য সম্পর্ক ভেঙে গেছে সহজাত কারণেই । তার পর থেকে প্রচন্ড বিমুখ তথাকথিত প্রগতিশীলতার মুখোশধারী মানুষগুলোর ওপর -যারা নারী স্বাধীনতা আর নারী আন্দোলন চায়, চায় নারীরা আন্দোলনে নামুক কিন্তু নিজের স্ত্রী আর মা-বোন বাদে ।

প্রচন্ড বাস্তব আর যুক্তিবাদী মেয়েটি ধকল কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কিছু দিনের মধ্যেই । আবার নিয়মিত জীবন যাপন । বৃটিশ কাউনসিলে মৌসুমী ভৌমিকের গান-বেইলি রোডের নাটক পাড়া সবখানেই আবার পদচারণা । এর ই মধ্যে দেশের নামকরা এক এনজিও-র হয়ে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এলো । ঢাকার বস্তিতে প্রজনন স্বাস্থ্যের উপরে কাজ নিয়ে মহা ব্যস্ত । আজ সেমিনার , কাল সিম্পোজিয়াম । দেখা নেই অনেক দিন - মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ টেলিফোন ।

হঠাৎ করেই একদিন বৌ ভাতের কার্ড হাতে উপস্থিত বাসায় । সাথে আমেরিকা প্রবাসী বর । কালকেই বৌভাত আর পরদিন আমেরিকায় যাত্রা । বুঝলাম বেশ পরিকল্পনা করেই এগিয়েছে এবার । দু এক কথার পর আমেরিকার জীবন -যাপন নিয়ে কথা উঠলো । মাঝ বয়সের ভদ্রলোক ভীষন আশাবাদী আমেরিকা নিয়ে । কারণ, মিসিগানে মসজিদের পর মসজিদ উঠছে- মাইকে পাঁচ বার আজান দেয়ার আবেদন সিটি কর্পোরেশনে বিবেচনাধীন - মসজিদ প্রায় পূর্ণ হয় প্রতি শুক্রবারে-প্রচুর মধ্যপ্রাচ্য আর পাকিস্তানী মুসলমানের বসবাস মিসিগানে - কালো আর মুসলমানদের ভয়ে সাদারা ক্রমশঃ অন্যত্র বসতি স্থাপন করছে - অফিসেও নামাজের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তিনি -আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবী মুসলমানেরা ডমিনেট করবে ইত্যাদি ইত্যাদি । ভদ্রলোক এক নিশ্বাসে বলে গেলেন চোখে মুখে পরম তৃপ্তি নিয়ে । আমেরিকা সম্পর্কে অজ্ঞ আমি , আমেরিকার ভবিষ্যত নিয়েই বেশ চিন্তায় পরে গেলাম শেষমেষ । আর চরম উৎকর্ষিত হলাম একটি সুন্দর কবিতা ও গোলাপের অকালে ঝরে যাবার আশঙ্কায় , একটি মেয়ের দ্বিতীয় মৃত্যুর সম্ভাবনায় ।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে নিজেরাও ঘুরতে ঘুরতে একদিন মিসিগানের পাশেই বসতি গাড়লাম । মাঝখানে শুধু ছোট্ট একখানা নদী । বরিশালের কীর্তন খোলার চেয়েও ছোট । ওপারে আমেরিকার মিসিগানের ডেট্রয়েট -এপারে কানাডা উইন্ডসর । মাইল খানেক ব্যবধানে উড়াল পুল আর নদীর নিচ দিয়ে তৈরী করা টানেল দিয়ে কত সহজে যাতায়াত । আমাদের প্রায় সন্ধ্যাই কেটে যায় নদীর পাশে । দু’জনে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই-খুঁজতে থাকি বরিশালের কীর্তনখোলা । মনের অজান্তেই ভীড় করে হাজারো দৃশ্যপট - চির চেনা মুখ । কেউ যদি ভীড় ঠেলে ডাক দেয় - “ কি খবর--? ”

এ সব ভাবতে ভাবতেই এক দিন হঠাৎ টেলিফোন । ডিসপ্লেতে মিসিগানের নম্বর । হ্যালো বলতেই চেনা কণ্ঠস্বর । লাফিয়ে উঠলাম , “ সুরঞ্জনা, ফিরে এসো এই পাড়ে, ফিরে এসো আবার হৃদয়ে আমাদের ---। ” (চলবে)

